দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# সখীপুরের বিজ্ঞান কেন্দ্র জীবনমুখী শিক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে

॥ সখীপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ॥

টাঙ্গাইলের সখীপুরের প্রাণকেন্দ্রে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্র। সিএমইএস (সেন্টার ফর এডুকেশন ইন সায়েন্স) নামের এই প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষেপে 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি রয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের অগণিত শিক্ষার্থীর পাঠ্যসূচির অন্তর্গত এবং এর বাইরের জীবনমুখী বিজ্ঞান প্রযুক্তির চমকপ্রদ বিষয়গুলো হাতে-কলমে শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বছরের প্রায় সময়ই এখানে এসে থাকেন। এমনকি ভ্রমণ পিয়াসীরাও বনভোজনে আসেন এখানে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিজ্ঞান শিক্ষার যেসব ব্যবহারিক কাজ, সময় ও আয়োজনের অভাবে শিক্ষার্থীরা পাঠশালায় যেতে পারে না, সেসব স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সাথে জীববিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে হরেক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিজে করে দেখার সুব্যবস্থা এখানে রয়েছে। পদার্থের প্রসারণ ও চুম্বকত্ব বিলুপ্তি, নিজের শরীরটাই যেন ব্যাটারি, পিনহোল ক্যামেরা, ডর্পলারের ক্রিয়া কাঁচ প্রিজমের প্রতিসরাংক, হাতে তৈরি টেলিফোন, স্লাইড প্রজেক্টর, ইলেকট্রিক মেলোডি, সমব্যাপ্তি পেন্ডুলাম, ২৫ কেজি ওজন নেয়ার মতো বেলুন, মিথেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি এবং পরীক্ষা ক্যালাই ডোস্কোপ ইত্যাদি। তাছাড়া পতঙ্গের জীবন চক্র পর্যবেক্ষণ, মাশরুম চাষ, কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি, জীববিজ্ঞানের জলজ উদ্ভিদরাজির অক্সিজেন ত্যাগ, মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে রক্তকণিকা নমুনা প্রদর্শন, বাদ্যে শর্করা, আমিষ ও চর্বি সনাক্তকরণ, ব্যাঙের ও গিনিপিগের কংকাল ইত্যাকার সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুকল, বায়ুর দিক নির্ণয়, উইন্ড ইলেকট্রিসিটি, ওয়াকিটকি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, পাম্প, মোটরযানের খুঁটিনাটি, বায়োগ্যাস রেডিও ট্রান্সমিশন এবং রেডিও জ্যামার প্রক্রিয়াসহ রকমারি প্রযুক্তি পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়াসমূহ রয়েছে।

বিজ্ঞান কেন্দ্র সূত্রে আরো জানা যায়, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য কর্তৃপক্ষের কিছু নিয়ম-কানুনও রয়েছে। এখানে আসা এসএসসি ও এইচএসসি পাঠ্যসূচির ব্যবহারিক প্রোগ্রামের কোর্স ফি যথাক্রমে ৫০ এবং ৭০ টাকা। একটি সেমিনার কক্ষ রয়েছে, যেখানে নির্ধারিত ফি'র মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক শিক্ষামূলক কাজ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া-বিজ্ঞানে কর্মরত ছাত্র-ছাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য ৪০টি বেডবিশিষ্ট পৃথক হোস্টেল আছে। বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য বিজ্ঞান কেন্দ্রে কর্মরত আছেন অভিজ্ঞ কয়েকজন সায়েন্স গাইড।